অন্ধ গোলাপ

জন্মান্ধ মেয়েটি আমার ; স্মৃতিময় কৈশোরের সুখ
প্রথম ওড়ণা জড়ানোর ভাললাগা
যৌবণের টান্-টান্ বুক

মেয়েটি আর আমি , একই সাথে চিনেছি শৈশব -
কৈশোর , নব-উত্থিত যৌবণের প্রকৃতি
মসৃণ নরম ত্বক স্পর্শ-পরখে বুঝেছি
পরম যুবতী আমরা তখন ।
ঘ্রানেন্দ্রীয়ের তীব্র উদ্দীপণায় ; ভালবাসতে শিখেছি -
চন্দন, পুদিনা
কাগজীলেবু , ধনেপাতা
তুলসী ,কাঁঠালি-চাঁপা আর -
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ

সে আমাকে কখনো উদ্ধত হ'তে দেয়নি
ছলা-কলায় হতে দেয়নি কামুক স্বৈরিণী
ধৈর্য্য সংযম যাতণা ও ত্যাগের নিরব সাথী- মেয়েটি ।
শৈশবে ,ওর ভিখিরিনী মায়ের পাশে ওকে দেখেছি -
লাজুক হেসে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে
মা তার ভিক্ষা চাইছে জনারন্যে . . .

মেয়েটির চোখ দু'টো- তারাহীণ , কোটরে বসা ,ফ্যাকাশে অক্ষিগোলক শুধু
আয়নায় কখনো আমি নিজের চোখ দেখতে পাইনি
চোখের তারায় যতবার খুঁজেছি উচ্ছল মায়া , তারুণ্যের ঝিকি-মিকি
দেখেছি আমার চোখে সেই মেয়েটির ফ্যাকাশে শাদা চোখ
আজ অব্দী আমি ও তাই জন্মান্ধের মতই
পথ চলি তৃতীয় নয়নের আলোকে
রঙ চিনি অনুভূতির অদৃশ্য রঙে

বাড়ি ফেরার পথে যুবতীটিকে দেখেছি ফুটপাথে বসে- মাদুর পেতে
মাথায় ঘোমটা টানা , সামনে এগুনো টিন এর থালা
আধুলি , চার আনা , আর ঘামে ভেজা দু-টাকার নোট ছড়ানো তাতে
ভালবেসে তাকে দেয়নি কখনো কেউ ফুল
দিয়েছে ভিক্ষা ,অনুকম্পা
কষ্টের মেঘ তার অবয়ব জুড়ে
প্রেমের আকুতি প্রকাশ- গালের লালে

সমস্ত জীবনে তাই , একটি গোলাপ-ই কেবল ছিঁড়েছি
উৎসর্গ করেছি যৌবণের তাড়ণাকে , নিয়ন্ত্রিত আবেগে
ভালবাসার টকটকে লাল গোলাপটি তুলে দিয়েছি
ওই অন্ধ যুবতীর হাতে
'১৯৯৪'-র ভালবাসা দিবসে

সঞ্চারিনী
দাম্মাম, সৌদিআরব
ই-মেইল : Soncharini@gmail.com